নিবেদন

আমাদের গবেষণার বিষয় 'দক্ষিণবঙ্গের কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা সংস্কৃতি'। পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে মোট তেরোটি জেলা নিয়ে বিস্তৃত দক্ষিণবঙ্গ। সুদূর অতীত কাল থেকে বিস্তৃত এই ভূমিখণ্ডে বসবাসকারী মানুষদের জীবন জীবিকার প্রথম ও প্রধান মাধ্যম কৃষিকাজ। ফলে দক্ষিণবঙ্গের কৃষি সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহু প্রাচীন। দক্ষিণবঙ্গের কৃষি সংস্কৃতির বহু ইতিহাস লুকিয়ে আছে কৃষিকাজ ও কৃষি সংস্কৃতির পরিচয়বহ কিছু শব্দ, শব্দবন্ধ, প্রবাদ-প্রবচন ও বাক্যের মধ্যে। এইসব ভাষিক উপাদান চিরকালীন নয়। ভাষার স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী তা পরিবর্তনশীল। সভ্যতার অন্যান্য বিষয়ের মতই কৃষি সংস্কৃতিও ক্রমবিবর্তমান। তাই অতীতের কিছু অতি পরিচিত বিষয় বর্তমানে একেবারেই অপ্রচলিত। একইভাবে বর্তমানের অপরিহার্য কিছু অনুষঙ্গ ভবিষ্যতে তার মর্যাদা হারাবে না একথাও বলা যায় না। কৃষি সংস্কৃতির এইরকম নানা দিক লুকিয়ে আছে কৃষিক্ষেত্রে ও কৃষি সংস্কৃতিতে প্রচলিত কিছু শব্দ, শব্দবন্ধ, বাক্যের মধ্যে। সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের মাঝে পড়ে কালের গর্ভে হারিয়ে যেতে পারে সেইসব ভাষিক উপাদান ও তৎসংলগ্ন কৃষি সংস্কৃতির নানা দিক। কিন্তু আমরা এই ক্ষতি স্বীকার করতে ইচ্ছুক নই। একারণেই আমাদের এই গবেষণা-পরিকল্পনা। যেখানে আমরা কৃষি সংস্কৃতির বহু অতীত ও বর্তমান ইতিহাসকে ধারণ করতে পারব। কালের গর্ভে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারব দক্ষিণবঙ্গের সমাজ ইতিহাসের বহু মূল্যবান অধ্যায়কে। দক্ষিণবঙ্গের সমাজ ইতিহাসের সামগ্রিক পাঠ তখনই সম্পূর্ণ হবে যখন তা কৃষি-সংস্কৃতি কেন্দ্রিক সমাজ ইতিহাসের আলোচনায় ঋদ্ধ হবে। আমাদের গবেষণা সেই বিশাল কর্মযজ্ঞের প্রাথমিক বাণীরূপ বলা যেতে পারে।

সমাজভাষাবিজ্ঞানের নিজস্বক্ষেত্রেও আমাদের গবেষণা বিশেষ ফলপ্রসূ হতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস। সমাজভেদে ভাষা ভেদের স্বরূপ আলোচনা সমাজভাষাবিজ্ঞানের মূল কথা। পেশাভেদে ভাষা ভেদের আলোচনাও সেখানে সমান মূল্যবান। দক্ষিণবঙ্গের দু'ই তৃতীয়াংশ মানুষ কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। ফলে দক্ষিণবঙ্গের সমাজভাষার আলোচনায় কৃষিকাজ কেন্দ্রিক ভাষার অলোচনা হওয়াটা বিশেষ প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। আমাদের গবেষণা পরিকল্পনায় এই বিষয়টিও বিশেষভাবে ক্রিয়া করেছে।

এই গবেষণা কর্মে আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. সুজিতকুমার পাল মহাশয়ের

সহযোগিতা ভোলার নয়। গবেষণা বিষয়ে তাঁর দেওয়া সঠিক পরামর্শ, পথ নির্দেশ, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা গবেষণা কর্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। গবেষণার বিষয়ে সহযোগিতার পাশাপাশি তাঁর হার্দিক সাহচর্যে প্রতি মুহূর্তে তৃপ্ত হয়েছি। তাঁকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও বিনম্র প্রণাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণের থেকেও বিভিন্ন সময়ে নানাভবে সাহায্য পেয়েছি। নিয়মমাফিক ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁদেরকে ছোটো করতে চাই না। বিভাগের সহযোগী গবেষকদের প্রতি মুহূর্তের আন্তরিক সাহচর্য প্রথমাবধি উপভোগ করেছি।

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, নবারুণ সংঙ্ঘ পাঠাগার-হাবড়া,ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ইভিনিং কলেজ গ্রন্থাগার-নৈহাটী ইত্যাদি কর্তৃপক্ষের কাছে আমি চির ঋণী। বিভিন্ন সহায়ক গ্রন্থ ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে ও অন্যান্য ভাবে সাহায্য করে তাঁরা আমার গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিশেষ সহায়তা করেছেন। তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

আমার দাদা অধ্যাপক ড. সাইফুল্লা গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছেন। গবেষণার কাজে বহুদিন বাড়ির বাইরে কাটিয়েছি, আমার স্ত্রী সোনিয়া মন্ডল সহ বাড়ির অন্যান্যদের সহযোগিতা ছাড়া যা সম্ভব হত না। তাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজে সদা-সর্বদা সঙ্গী হিসাবে কাছে পেয়েছি স্নেহধন্য ভাগ্নে সোহেল রাণা ও সোহেল মল্লিককে। এদের সহযোগিতা চিরকাল মনে থাকবে। তথ্য সংগ্রহের কাজে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার যে অসংখ্য কৃষক বন্ধুদের সাহায্য পেয়েছি, তাঁদের ঋণ পরিশোধের নয়। গবেষণা অভিসন্দর্ভের বর্ণ সংস্থাপক মইনুদ্দিন মোল্লাকে জানাই বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ। এঁদের সকলের সাহচর্যেই আমার এই গবেষণা বর্তমান রূপ পেয়েছে।

তারিখ :

স্থান : এ. টি. এম. সাহাদাতুল্লা